সংবাদ

তারিখ 17 NOV 2013
পৃ ৭ ... ৭

ইউনেস্কো : ৬৮ বছর পূর্তি ও বাংলাদেশ

অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ

১৬ নভেম্বর ছিল ইউনেস্কোর ৬৮ বছর পূর্তি দিবস। আগের দিন পত্রিকা অফিসে ছুটি থাকায় কোন বাংলা-ইংরেজি জাতীয় দৈনিকে দিবসটি নিয়ে লেখা বের হয়নি। তবে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে মানবকল্যাণে নিয়োজিত জাতিসংঘের এ বিশেষায়িত সংস্থাটির চলমান বিভিন্নমুখী কার্যক্রম, একে ঘিরে সর্বশেষ পরিস্থিতি এবং বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরা দরকার বিবেচনায় এ লেখার অবতারণা। ইতোমধ্যে বকেয়া চাঁদা পরিশোধ না করায় ৮ নভেম্বর থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল বিশ্ব সংস্থাটির ভোটাধিকার হারিয়েছে। বিশ্ব সংগঠনটিতে মহাপরিচালক পদে প্রথমবারের মতো অধিষ্ঠিত নারী, সাবেক দূরদর্শী কূটনীতিক ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইরিনা বোকোভা ১২ নভেম্বর দ্বিতীয়বারের মতো নির্বাচিত হয়েছেন। ১৪ নভেম্বর বাংলাদেশ পুনরায় ইউনেস্কোর কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে।

ইউনেস্কো গুরুত্বপূর্ণ কেন ?

১৯৪৫ সালের ১৬ নভেম্বর প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা ইউনেস্কো শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশ, শান্তির সপক্ষে অবস্থান নির্মাণ, মানবাধিকার ও জাতিতে জাতিতে সৌহার্দ প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত। স্বীয় কর্মকাণ্ডের জন্য বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত। এর সদর দফতর প্যারিসে। সদস্য রাষ্ট্র, সহযোগী সদস্য ও পর্যবেক্ষকদের অংশগ্রহণে দুই বছর পরপর অনুষ্ঠিত সাধারণ অধিবেশন ও ৫৮ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাহী বোর্ডের সিদ্ধান্তক্রমে মহাপরিচালকের নেতৃত্বে সচিবালয়ের মাধ্যমে ইউনেস্কো তার কার্যক্রম পরিচালনা করে। মহাপরিচালক প্রতি ৪ বছর পরপর নির্বাচিত হয়ে থাকেন। তবে প্রথম মহাপরিচালক জুলিয়ান হাক্সলি ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৮ দু'বছরের জন্য দায়িত্ব পালন করেন। ইরিনা বোকোভা ইউনেস্কোর দশম মহাপরিচালক ও এ শীর্ষ পদে বিশ্বের প্রথম নারী। মহাপরিচালকদের মধ্যে বাংলাদেশে বিশেষভাবে পরিচিত ফেডেরিকো মেয়র জারাগোজা (১৯৮৭-১৯৯৯) এবং কাইচিরো মাতসুরা (১৯৯৯-২০০৯)। ২০০৯ সালে নির্বাচিত হয়ে কাইচিরো মাতসুরার কাছ থেকে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে ইরিনা বোকোভাকে অপরিসীম ধৈর্য ও কূটনৈতিক নৈপুণ্য সহকারে সংকট মোকাবিলা ও বিশ্ব সংগঠনটির বিভিন্নমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়েছে। দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হওয়ায় একথা মনে করার সঙ্গত কারণ রয়েছে যে, তিনি তার দায়িত্ব দক্ষতার সঙ্গে পালন করেছেন। সদস্য রাষ্ট্রগুলোর জাতীয় কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে ইউনেস্কো তার বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করে থাকে। ইউনেস্কোর বিভিন্ন ইনস্টিটিউট ও কেন্দ্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : প্যারিসে আন্তর্জাতিক শিক্ষা পরিকল্পনা ইনস্টিটিউট, জেনেভায় আন্তর্জাতিক শিক্ষা ব্যুরো, হামবুর্গে জীবন শিক্ষা ইনস্টিটিউট, মেলবোর্নে ওশানিয়া উচ্চ শিক্ষা কেন্দ্র, মস্কোতে তথ্যপ্রযুক্তি ইনস্টিটিউট, ভেনিজুয়েলায় উচ্চ শিক্ষা ইনস্টিটিউট, বনে আন্তর্জাতিক কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বুখারেস্টে ইউরোপীয় উচ্চ শিক্ষা কেন্দ্র, নেদারল্যান্ডে পানি সংক্রান্ত শিক্ষা ইনস্টিটিউট, ইতালিতে তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার আন্তর্জাতিক কেন্দ্র, মন্ট্রিলে ইউনেস্কো পরিসংখ্যান ইনস্টিটিউট। বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের ঐতিহ্য, পুরাকীর্তি ও পরিবেশ সংরক্ষণে ইউনেস্কোর বিভিন্ন কর্মসূচি রয়েছে। তবে আমার মতে ইউনেস্কোর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি হলো বিজ্ঞান চর্চা, গবেষণা, নারী-পুরুষ সমতা অর্জন ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। উল্লেখ্য, ইরিনা বোকোভা গত ৪ বছর ধরে ইউনেস্কোর কার্যক্রম পরিচালনায় বিশেষভাবে জেন্ডার সমতা ও বিরাজিত বিশ্ব পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আফ্রিকা মহাদেশকে গুরুত্ব দিয়েছেন। ইউনেস্কোর অগ্রাধিকার খাতগুলোর মধ্যে রয়েছে, সবার জন্য শিক্ষা, কর্ম ও জীবনের জন্য দক্ষতা, শিক্ষা উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয়, কন্যাশিশু ও নারীশিক্ষা, জীবনব্যাপী শিক্ষা এবং একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী শিক্ষা।

বাংলা, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা, শিক্ষকদের সপক্ষে

আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রতিষ্ঠার রক্তাক্ত সংগ্রামের স্মারক মহান একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দানকারী ইউনেস্কো বিশ্বের ৬ হাজার ভাষাকে অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করে। ১৯৮৮ সালে ইউনেস্কোর ৫ম সাধারণ অধিবেশনে উচ্চারণ করা হয় : '৬০-এর দশক থেকে বিশ্বে সূচিত বিশাল পরিবর্তনের ধারায় এ সত্য আরো দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, 'শিক্ষকের মর্যাদা নির্ভর করে শিক্ষার অবস্থানের ওপর, শিক্ষার অবস্থান নির্ভর করে শিক্ষকের মর্যাদার ওপর।' প্রতিষ্ঠা লগ্নে 'শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে জাতিগুলোর মধ্যে অবদান রাখা এবং সেজন্য পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধন, ন্যায় বিচারের প্রতি সার্বজনীন শ্রদ্ধাবোধ ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং জাতিসংঘ সনদে স্বীকৃত মৌলিক মানবাধিকারগুলোর সংরক্ষণ ও বিকাশ নিশ্চিত করাকে ইউনেস্কো তার লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করে। বলা হয়, 'যেহেতু মানুষের মনেই যুদ্ধ-ভাবনার সূত্রপাত, তাই সেখানেই শান্তির সপক্ষে অবস্থান নির্মাণ করতে হবে।' ১৯৪৬ সালে ইউনেস্কোর অধিবেশনেই শিক্ষকদের নৈতিক, বৈষয়িক ও পেশাগত স্বাধীনতা ও অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে একটি 'বিশ্ব শিক্ষক সনদ' রচনার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। দীর্ঘ আলোচনা ও বৈঠকের ধারাবাহিকতায় ১৯৬৬ সালের ৫ অক্টোবর প্যারিসে সদস্য-রাষ্ট্রগুলোর আন্তঃসরকার সম্মেলনে 'শিক্ষকদের অধিকার ও মর্যাদা সংক্রান্ত সুপারিশমালা' গৃহীত হয়। আবার ইউনেস্কোর সাধারণ সভার ২৬তম অধিবেশনে এ মর্মে সিদ্ধান্ত হয় যে, ১৯৬৬ সালে প্যারিসে গৃহীত শিক্ষকদের অধিকার ও মর্যাদা সংক্রান্ত সুপারিশমালার স্মরণে প্রতি বছর ৫ অক্টোবর 'বিশ্ব শিক্ষক দিবস' পালিত হবে।

বাংলাদেশে ইউনেস্কোর কার্যক্রম

বাংলাদেশে ইউনেস্কো শিক্ষা সংস্কৃতির উন্নয়নে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে আসছে। ২০০৮ সালে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে সক্ষমতা সম্প্রসারণ, ২০০৯ সালে একীভূত শিক্ষা কার্যক্রম, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা উন্নয়নসহ বিভিন্ন শিক্ষা কার্যক্রমে বিভিন্ন কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে। বাগেরহাটে ষাট গম্বুজ মসজিদ, পাহাড়পুরে ঐতিহ্য-পুরাকীর্তি সংরক্ষণ, বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন ঘিরে বিশেষ কার্যক্রম, শিক্ষাক্রমে ডিজিটাল উপাদান সংযোজনে ইউনেস্কোর ভূমিকা প্রশংসনীয়। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ মুদ্রণ, প্রস্তাবিত শিক্ষা আইন প্রণয়নে ইউনেস্কো সহায়তার হাত বাড়িয়েছে। শিক্ষকদের অধিকার ও মর্যাদা সনদ হিসেবে পরিচিত ১৯৬৬ ও ১৯৯৭ সালের দুই সুপারিশমালার মধ্যে প্রথমটি ইউনেস্কোর ঢাকা অফিস থেকে বাংলায় অনুবাদ করে ২০০৮ সালে প্রকাশ করা হয়। সর্বশেষ ১৯৯৭ সালের সুপারিশটিও বাংলায় ছাপা হয়েছে এ বছর। ডেরেক ইলিয়াস বাংলাদেশে ইউনেস্কোর প্রধান থাকাকালে বিশ্ব শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে আমি এ প্রস্তাব রাখি। আশা করি আমাদের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটও বিশ্ব সংস্থাটি দ্বিতীয় ক্যাটাগরি মর্যাদাভুক্ত হবে। তবে প্রায় দু'বছর ধরে ইউনেস্কো ঢাকা অফিসে শীর্ষ কর্মকর্তা নেই কেন এ প্রশ্ন অনেকের। এ ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন প্রসঙ্গ

ইউনেস্কোর গঠনতন্ত্রের ৭নং ধারা অনুসারে ১৯৭২ সালের ২৭ অক্টোবর বাংলাদেশ ইউনেস্কোর সদস্য রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে। তবে বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন বা 'বিএনসিইউ' এর কার্যক্রম কখনোই খুব একটা উল্লেখ করার মতো নয়। আমার জানা মতে, এমনকি ইউনেস্কো কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারির আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি লাভের পেছনে কানাডা প্রবাসী দুই বাঙালির উদ্যোগের সঙ্গে মূলত তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সময়োচিত পরামর্শে শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেকের পদক্ষেপ ও প্যারিসে বাংলাদেশ প্রতিনিধি সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলীর সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে হয় যে, পঁচাত্তরের পর থেকে বাংলাদেশে ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের কার্যক্রম পরিচালনা বিভিন্ন সময়ে বিতর্কের মধ্যে পড়েছে। বিশেষ করে বিগত চারদলীয় জোট সরকার এ কমিশনকে এমন দলীয়করণ ও বিতর্কিত করে তোলে যে, তা এখনও ভাবমূর্তির সংকট কাটিয়ে উঠতে পারেনি। যেভাবে কমিশনের সক্রিয় হওয়াটা প্রত্যাশিত ছিল তা এখন পর্যন্ত হতে পারেনি। এ বছর বিশ্ব শিক্ষক দিবসের কোন কর্মসূচিও নিয়েছে বলে আমার জানা নেই। আমি মনে করি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গতানুগতিক প্রশাসনিক কাঠামোর বাইরে রেখে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হিসেবে একে পরিচালনা করা দরকার। বিভিন্ন দেশে এ ধরনের দৃষ্টান্ত আছে। দক্ষিণ কোরিয়ায় ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হিসেবে স্বীকৃত এবং ইউনেস্কোর নীতিমালার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা, পরামর্শক ও সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করে থাকে। নিজস্ব ভবন স্থাপন করে কারিকুলাম উন্নয়ন, বিভিন্ন দেশে শিক্ষা কার্যক্রম ও কর্মকাণ্ডে তথ্যসংগ্রহ ও বিনিময়, শিক্ষক প্রশিক্ষণসহ শিক্ষার মান বৃদ্ধিতে ব্যাপক ভূমিকা রেখে থাকে। বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনকে সে ধরনের একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা যায়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনকে স্বায়ত্তশাসিত ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত করা সম্ভব। আমি এ কমিশনের জন্য একটি যুগোপযোগী গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করে এর কাঠামো পুনর্গঠনসহ সার্বিক কার্যক্রম পর্যালোচনার প্রস্তাব রাখছি।

ইউনেস্কো নিয়ে প্রত্যাশা

নতুন রূপে পুরোনো সংকটের আবর্তে পড়লেও ইউনেস্কোকে ঘিরে বিশ্বব্যাপী শিক্ষা সংস্কৃতি অনুরাগী মানুষের প্রত্যাশা, সংকটের কালো মেঘ কেটে যাবে। ২০১১ সালে প্যালেস্টাইনের পূর্ণ সদস্য পদ দেয়া নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যে মতবিরোধ এবং যে কারণ দেখিয়ে দেশটি এ বিশ্ব সংগঠনের চাঁদা দেয়া বন্ধ করেছে, সে পরিস্থিতিরও ইতিবাচক পরিবর্তন হবে। অতীতে নীতিগত পার্থক্যের কারণে ইউনেস্কো থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেকে প্রত্যাহার করে নিলেও প্যালেস্টাইন ইস্যুতে এবার তা হয়নি। কয়েক দশক ধরে ইরানের প্রতি অনুসৃত কঠোর নীতিতেও নমনীয়তা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সন্দেহ নেই ইউনেস্কোর প্রশ্নেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার অবস্থান পরিবর্তন করবে। নতুন ভাবনা ধারণ, নতুন ধারা প্রবর্তন ও আত্মস্থ করতে কতটুকু সময় প্রয়োজন, সময়ই তা নির্ধারণ করে দেয়। সে জন্য অব্যাহত ধৈর্য ও অব্যাহত অনুশীলনের প্রয়োজন। ইরিনা বোকোভার মতো দক্ষ, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ব যে সংস্থার কাণ্ডারি, সংকটের মধ্যেও সে ইউনেস্কোর অগ্রযাত্রা অপ্রতিরোধ্য।

[লেখক : ইউনেস্কোর ২৯তম সাধারণ অধিবেশনে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সদস্য।]
ihdbd@yahoo.com